ইসলামের নিষেধাজ্ঞার জ্ঞান

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

ইসলামের নিষেধাজ্ঞার জ্ঞান

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

নিষেধের জ্ঞান

প্রথম সংস্করণ। নভেম্বর 17, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে ইসলামের নিষেধাজ্ঞার কিছু জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 172-173 এর উপর ভিত্তি করে:

“হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদের জন্য যে উত্তম (অর্থাৎ, হালাল) রিযিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি [প্রয়োজনে] বাধ্য হয়, [তাকে] কামনা করে না এবং [এর সীমা] লঙঘন করে না, তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজনকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মন ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

নিষেধের জ্ঞান

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 172-173

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ
تَعۡبُدُونَ ١٧٢

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ
بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

“হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদের জন্য যে উত্তম (অর্থাৎ, হালাল) রিযিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি [প্রয়োজনে] বাধ্য হয়, [তাকে] কামনা করে না এবং [এর সীমা] লঙ্ঘন করে না, তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

“হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদের জন্য যে উত্তম (অর্থাৎ, হালাল) রিযিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি [প্রয়োজনে] বাধ্য হয়, [তাকে] কামনা করে না এবং [এর সীমা] লঙ্ঘন করে না, তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদের জন্য যে উত্তম [অর্থাৎ হালাল] রিজিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও..."

আয়াতের পূর্ববর্তী অংশে, মহান আল্লাহ সমস্ত মানবজাতিকে তাঁর আনুগত্যের দিকে আহবান করেছেন যা হালাল ও বিশুদ্ধ তা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

"হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে খাও [যা] হালাল ও উত্তম..."

আলোচ্য প্রধান আয়াতগুলি স্পষ্ট করে যে মানবজাতির মধ্যে যারা সত্যই মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারাই বৈধ ও উত্তম যা পাওয়ার ও ব্যবহারে দৃঢ় থাকবে। সুতরাং তারা এই আদেশ পালন করে কি না তা পর্যবেক্ষণ করে ইসলামের দৃষ্টিতে তারা বিশ্বাসী বলে বিবেচিত কিনা তা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। উপরন্তু, বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ বৈধ উল্লেখ করেন না এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র ভাল জিনিস উল্লেখ করেন। এটি ইঙ্গিত দেয় যে কেবলমাত্র একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীই বেআইনি জিনিসগুলি গ্রহণ এবং ব্যবহার করা এড়িয়ে চলবেন, কারণ বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট আদেশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে সে যদি হারাম জিনিস গ্রহন করে এবং ব্যবহার করে, তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত বিশ্বাসী হিসাবে বিবেচিত হবে না। কারণ ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল যা হালাল তা অর্জন করা এবং ব্যবহার করা। এই বাহ্যিক ভিত্তি যদি কলুষিত হয়, তবে একজন ব্যক্তি যা কিছু করে তার সবই নষ্ট হয়ে যাবে। হালাল শব্দটি বাদ দেওয়া এবং ভাল শব্দটি রাখাও ইঙ্গিত দেয় যে এই পৃথিবীতে একমাত্র আসল ভাল এবং বিশুদ্ধ জিনিসগুলিই মহান আল্লাহ মানুষের জন্য হালাল বলে ঘোষণা করেছেন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 157:

"...এবং তাদের জন্য ভালো জিনিস হালাল করে এবং মন্দ কাজ থেকে হারাম করে..."

যেহেতু মহান আল্লাহ, একাই মহাবিশ্ব এবং তাদের ভিতরের সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তিনি একাই জানেন যে একজন ব্যক্তির জন্য কোনটি ভাল এবং কোনটি তাদের জন্য খারাপ, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, মানবদেহ ও মনের উপর অ্যালকোহলের অনেক নেতিবাচক প্রভাব সম্প্রতি

বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে, যদিও মহান আল্লাহ 1400 বছর আগে এটি নিষিদ্ধ করেছিলেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা উত্তম [অর্থাৎ হালাল] বস্তু থেকে আহার কর..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই যা খাঁটি ও স্বাস্থ্যকর তা উপার্জন ও সেবনের চেষ্টা করতে হবে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি তার পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, তার এক তৃতীয়াংশ পান করার জন্য এবং বায়ু থেকে তৃতীয় বাকি. এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ তাদের পূর্ণ হওয়ার আগেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং যদি তাদের অন্য খাবারে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তারা অন্যদেরকে সতর্ক না করেই এতে অংশ নিতে পারে যে তারা ইতিমধ্যেই খেয়েছে। যেহেতু অতিরিক্ত খাওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার অগণিত মানসিক ও শারীরিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, সেহেতু যে ব্যক্তি ইসলামের নির্দেশিত সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করে, সে মন ও শরীরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনের দিকে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যার ফলে মানসিক প্রশান্তি আসে। . পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ভারসাম্যপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে আহার করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি হারাম যা গ্রহণ করে এবং সেবন করে, সে একটি ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করবে, যা অগণিত মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার দিকে পরিচালিত করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা উত্তম [অর্থাৎ হালাল] বস্তু থেকে আহার কর..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মুসলমানদেরকে অন্যান্য বিষয়গুলি অনুসরণ করার পরিবর্তে ইসলামের শিক্ষাগুলিকে কঠোরভাবে মেনে চলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন তাদের নিজস্ব মতামত, সাংস্কৃতিক অনুশীলন বা নির্দেশনার দুটি উত্স ছাড়া ধর্মীয় জ্ঞানের উত্স, পবিত্র কুরআন এবং ঐতিহ্যের। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কেউ যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর কাজ করবে, যার ফলে বিপথগামী হয় এবং একটি অস্বাস্থ্যকর এবং ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

মহান আল্লাহ, তারপর সমস্ত মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত পার্থিব জিনিস মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দিয়েছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদেরকে যে উত্তম [অর্থাৎ হালাল] রিযিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর..."

এটা মনে রাখা অত্যাবশ্যক যে এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তিকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা কেবল একটি ঋণ, এটি একটি উপহার নয়। সমস্ত ঋণের মতোই, মহান আল্লাহ পাক প্রদত্ত ঋণ, পার্থিব নেয়ামতের আকারে তাঁর কাছে ফেরত দিতে হবে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ধার করা হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের ঋণ সঠিকভাবে শোধ করে, তাকে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য দেওয়া হবে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে তাদের ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হয়, সে যেমন শাস্তির সম্মুখীন হয়, তেমনি যারা তাদের পার্থিব ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হয় তাদের শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। তারা যে আশীর্বাদের অধিকারী তা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ, দুঃখ ও কষ্টের উৎস হয়ে উঠবে, এমনকি তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। আর আখেরাতের শাস্তি আরও তিক্ত। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অন্যদিকে, জান্নাতে মুসলমানদের জন্য প্রদত্ত নেয়ামত একটি উপহার। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 43:

"... এবং তাদের বলা হবে, "এটি জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমরা যা করতে।"

এই কারণেই জান্নাতে একজন ব্যক্তি তাদের দান করা আশীর্বাদগুলিকে উপযুক্ত হিসাবে ব্যবহার করতে স্বাধীন হবে।

তাই এই পৃথিবীতে দেওয়া ঋণ এবং জান্নাতে দেওয়া উপহারের মধ্যে পার্থক্য বোঝা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা এই পৃথিবীতে সঠিকভাবে আচরণ করতে পারে যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছে ঋণ ফেরত দিয়ে, তাদের ধার দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। তাঁর সন্তুষ্টির উপায়, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদের জন্য যে উত্তম [অর্থাৎ হালাল] রিজিক দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও..."

উপরন্তু, কৃতজ্ঞতা মানে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এর একটি চিহ্ন হল যে একজন ব্যক্তি তাদের সাহায্যকারী লোকদের কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ বা কৃতজ্ঞতা কামনা করেন না বা আশা করেন না। জিহ্বা দিয়ে কৃতজ্ঞতা বলতে যা ভাল তা বলা বা চুপ থাকা। এবং যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, নিজের কর্মের সাথে কৃতজ্ঞতা হল সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ঋণ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে তার জন্য উভয় জগতে বরকত, রহমত ও ক্ষমা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা রয়েছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

উপরন্তু, এই পদ্ধতিতে আচরণ করা একটি বাস্তব প্রমাণ যা একজন মুসলমানের মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 172:

"হে ঈমানদারগণ, আমরা তোমাদের জন্য যে উত্তম [অর্থাৎ, হালাল] জীবিকা দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।"

এটি আরও বোঝার গুরুত্বকে নির্দেশ করে যে মহান আল্লাহর ইবাদত প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাঁর আনুগত্য এবং যোগাযোগ করার সময় এবং ব্যবহার করার সময় প্রতিটি আশীর্বাদ মঞ্জুর করা হয়েছে। এটা আরও সমর্থন করে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা ভালো ও বৈধ যা পাওয়ার ও ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তা তাঁর ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করেছেন। তিনি ইবাদত নিয়ে আলোচনা করেননি। অতএব, মহান আল্লাহর ইবাদত দৈনিক পাঁচটি ফরজ নামাজের বাইরেও প্রসারিত, যেটি করতে দিনে এক ঘণ্টারও কম সময় লাগে।

মহান আল্লাহ, তারপর মানুষকে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে উত্সাহিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ধারণার মাধ্যমে একটি সাধারণ ধারণা ব্যাখ্যা করেন, কারণ এটি করা তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 173:

“ *তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে...”*

সাধারণভাবে বলতে গেলে, শুধুমাত্র কয়েকটি জিনিস যা ইসলামে হারাম করা হয়েছে এমন জিনিস যেখানে ক্ষতি অনুভূত সুবিধার চেয়ে বেশি। উদাহরণ স্বরূপ, মদ ও জুয়া নিষিদ্ধ করার আগে, মহান আল্লাহ এই নিয়মের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাদের ক্ষতি তাদের দ্বারা প্রাপ্ত যে কোনও অনুভূত উপকারের চেয়ে বেশি। সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী যে কারও কাছে এটি স্পষ্ট। অধ্যায় 2 আল বাকারা 219:

“তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, "তাদের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং [তবুও কিছু] মানুষের জন্য উপকারী..."

কিন্তু কিছুতেই কম নয়, ইসলামের বিধি-বিধান শুধুমাত্র মানুষের উপকারের জন্যই রয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষের আনুগত্য বা অবাধ্যতা থেকে কোন উপকার বা ক্ষতি লাভ করেন না। অধ্যায় 60 আল মুমতাহানাহ, আয়াত 6:

"... আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয় - তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"

অতএব, একজনকে অবশ্যই নিজেদের স্বার্থে এবং উপকারের জন্য ইসলামের শিক্ষাগুলিকে গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, কারণ এটি একাই পরিচালিত করে। মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অন্যথায়, তাদের কাছে থাকা জাগতিক জিনিসগুলি উভয় জগতেই তাদের জন্য দুঃখ, চাপ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে উঠবে, কারণ তারা এমন জিনিসের পিছনে ছুটছিল যা তাদের কেবল শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতি করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাদের অবশ্যই সেই বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের চিকিত্সকের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 173:

" *তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে..."*

আধুনিক বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই পচা মৃতদেহ, রক্ত এবং শূকরের মাংস খাওয়ার অস্বাস্থ্যকর প্রকৃতি প্রমাণ করেছে। মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা পশু জবাই করা এবং খাওয়া একটি আধ্যাত্মিক রোগের দিকে পরিচালিত করে যা একজন ব্যক্তির বিশ্বাসকে কলুষিত করতে পারে। যে এমন আচরণ করবে সে অনুমান করতে শুরু করবে যে অন্যদের জন্য তারা তাদের খাদ্য উৎসর্গ করবে তারা উভয় জগতের উপকার করতে পারে। এটি এমন একটি মনোভাব যা ইতিহাসে বহুঈশ্বরবাদের দিকে পরিচালিত করে এবং এমনকি একজন মুসলিমকেও এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে, এমনকি তাদের শিরকতা সূক্ষ্ম এবং এতটা স্পষ্ট না হলেও। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 3:

"নিঃসন্দেহে, আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ ধর্ম। এবং যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অভিভাবক গ্রহণ করে [বলে], "আমরা তাদের ইবাদত করি শুধুমাত্র এ জন্য যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।"

অন্যের কাছে জিনিস উৎসর্গ করা একজনকে সুপারিশ করতে এবং উভয় জগতে তাদের রক্ষা করার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে উত্সাহিত করতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে কেবলমাত্র একজনকে অলস এবং বিপথগামী মনোভাব গ্রহণ করতে উত্সাহিত করে যেখানে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থাকে, বিশ্বাস করে যে অন্য কোনও ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে। উভয় জগতে তাদের রক্ষা করুন। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই সমস্যা এবং চাপের দিকে পরিচালিত করে। অতএব, এই মনোভাবের মূল কারণগুলির মধ্যে একটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে আলোচিত মূল আয়াতগুলিতে, যেখানে মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অন্যকে নয় বরং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার মাধ্যমে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 173:

"তিনি তোমাদের জন্য শুধু মৃত পশু হারাম করেছেন, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে..."

যথারীতি, মহান আল্লাহ, তারপর ইসলামের সহজ চলমান প্রকৃতি নির্দেশ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 173:

"...কিন্তু যে ব্যক্তি [প্রয়োজনে] বাধ্য হয়, [এটা] কামনা করে না এবং [এর সীমা] লঙ্ঘন করে না, তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

চরম পরিস্থিতির কারণে যে ব্যক্তি অবৈধ কিছু করতে বাধ্য হয় তাকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন, কারণ তিনি একজন ব্যক্তির উপর তাদের সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 2043 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে কেউ ভুলে গিয়ে বা জবরদস্তির মাধ্যমে পাপ করবে তাকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

এটি এটাও স্পষ্ট করে যে, প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ইসলামের মধ্যে নির্দেশ ও নিষেধ মেনে চলার ক্ষমতা রয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমকে কখনই পাপ করার জন্য নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় যখন তারা দাবি করে যে তারা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কারণ এই অজুহাত মহান আল্লাহ কখনই গ্রহণ করবেন না এবং এর ফলে উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে, ইসলামের শিক্ষায় বর্ণিত, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং জেনে রাখা উচিত যে এটি অর্জন করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে রয়েছে। এই সেই ব্যক্তি যিনি উভয় জগতে মহান আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত লাভ করবেন, যদিও তারা গাফিলতির মুহূর্তে পথের ধারে গুনাহ করে ফেলেন কারণ তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবেন। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা

হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 173:

"... *নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ন চিন্তাভাবনা অবলম্বন করে, যার দ্বারা তারা নিজেদেরকে ভাল বোধ করার জন্য অজুহাত দেখিয়ে পাপের উপর অবিচল থাকে, সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই স্ট্রেস, দুঃখ এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যাবে।

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400+ English Books / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

Achieve Noble Character